দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 11 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১১

সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রয়োজন

ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সেনাবাহিনীতে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের নিয়ে অপপ্রচার শুরু হয়েছে। আইনমন্ত্রী তার বাসায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের রায় বহাল থাকলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে। ধর্মের নাম যুক্ত বা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন দল করা যাবে না। আইনমন্ত্রী এর আগে মাদ্রাসাগুলোকে 'জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অনির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে সাবেক এক কূটনৈতিক বলেছিলেন, সেনাবাহিনীর ৩৫ ভাগ সদস্য মাদ্রাসা থেকে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ওলামা-মাশায়েখের সাক্ষাতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেয়ার পরও মহল বিশেষ সমাজে বিষ ছড়ানোর কাজে কেন নিয়োজিত অথবা কোথা থেকে তারা আস্কারা পাচ্ছে, সে প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে দেশের জনগণের কোন অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও গত কিছুদিন থেকে একটি মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। কথিত জঙ্গি প্রসঙ্গের সূত্র ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে ধরনের অপবাদ দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে, তার পেছনেও কোন তথ্য বা যুক্তি পাওয়া যায় নি। এ যাবৎ কাল দেশের নামী-দামী সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৃত দ্বীনদার ওলামা-মাশায়েখ প্রতিষ্ঠিত কোন মাদ্রাসা জঙ্গিদের বিন্দুমাত্র আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়নি। উপরন্তু এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, এ দেশের আলেম সমাজই কথিত জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। তারা বার বার একথা বলে আসছেন যে, ইসলাম মধ্যপন্থা পছন্দ করে। কার্যত এ দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলো ব্যক্তি উদ্যোগে-দায়িত্বে ও জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় এবং ভালবাসায় সিক্ত হয়ে দেশের এতিম, অসহায় সন্তানদের মানবিক ও ইসলামী মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে, যা বেকারত্ব হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা সমাজে শান্তি স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) প্রবর্তিত শিক্ষা ধারার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষায় মূলত কল্যাণ ও মঙ্গলের কথাই শেখানো হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যে জঙ্গি তৎপরতা চলছে, সেখানেও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সম্পৃক্তি নেই বললেই চলে। মাদ্রাসায় শিক্ষিতদের চেয়ে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরই বরং বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের জঙ্গি তৎপরতায় লিপ্ত দেখা যায়। তা সত্ত্বেও একটি বিশেষ মহল কেন মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার তা বোধগম্য নয়। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণের কথা বলে আইনমন্ত্রী কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বলতে যদি ইসলামভিত্তিক দলকে বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই একথা বলা দরকার যে, বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা উঠে গেলে আরো বড় ধরনের সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। যে মহল ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার নামে নাস্তিক্যবাদী, ব্যভিচারভিত্তিক সমাজ কায়েমের পক্ষে কথা বলছে। এই মহল দীর্ঘদিন ধরে এই অপপ্রচারে লিপ্ত থাকলেও সম্প্রতি মনে হয় তাদের আস্ফালন একটু বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিকল্পিতভাবে সেনাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের ৩৫ ভাগ মাদ্রাসা থেকে আগত বলে যে তথ্য দেয়া হয়েছিল তা টিকেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের ঢোকার কোন প্রমাণ পায়নি বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোর শতকরা ৫৭ ভাগ খরচ যোগাড় হয় পারিবারিক ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ কোন ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়নি। ১১ ভাগ আয় হয় ছাত্র বেতন থেকে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের কাছে কোন তথ্য-উপাত্ত না থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে একমুখী শিক্ষার নামেও ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

একথা সকল মহলেরই জানা যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পেছনে ইসলামী দল ও ওলামা-মাশায়েখের সহযোগিতা ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। তাদের সহযোগিতার কথা সম্ভবত ভুলে গিয়েই আইনমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এই মহলের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর ফলে বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের সাথে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের সাংঘর্ষিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতোদিন যা-ই থাকুক না কেন আইনমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্য থেকে মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত হামলার আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, মাদ্রাসা ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পর এই মহল কিভাবে তার বিপরীত অবস্থান নিতে যাচ্ছে বা পারছে। এ অবস্থায় মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষা, ইসলামিক রাজনৈতিক দল, ইসলামী মূল্যবোধের চর্চা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে জনগণকে জানানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এ রকম একটি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা আমরা সঙ্গত কারণেই প্রত্যাশা করছি।